বাক্য গঠন ১৬

বাক্যের সংজ্ঞা ঃ যেসব সাজানো পদযোগে কোন মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় তাকে বাক্য বলে। যেমন ঃ রানা বই পড়ে।

কোনও ভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে এবং গঠনের দিক থেকে যা স্বয়ংসম্পূর্ণ সে ধরনের একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য বলা হয়। বাক্য স্বরূপে সার্থক। বাক্যের গঠন স্বরূপে সম্পূর্ণ।

ভাষায় মূল উপকরণ বাক্য আর বাক্যের মূল উপাদান শব্দ।

গল্পের বইয়ে রানীর মন নেই, মনকে বেঁধেছে পাঠ্য বইয়ে—বাক্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এতে মূলত কতগুলো শব্দের সমাবেশ ঘটেছে। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে এক একটি শব্দ হয়ে উঠেছে পদ। পদগুলো পরস্পর সম্বন্ধ বজায় রেখে পাশাপাশি সজ্জিত হয়ে একটি পরিপূর্ণ ও সার্থক বাক্যে রূপ লাভ করেছে। তবে যে কোন পদসমষ্টিই বাক্য বলে দাবি করতে পারে না। বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বা অন্বয় থাকা দরকার। তাছাড়া বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ দিয়ে একটি অখণ্ড ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ বাক্য গঠনের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং বক্তব্যের অর্থবহতা থাকতে হবে।

আমি পড়ছি—এই উক্তিটি বাংলা ভাষায় সার্থক এবং এর গঠনও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এর সম্পূর্ণতার জন্য অতিরিক্ত কোনও পদের প্রয়োজন নেই, এর গঠনে কোনও ত্রুটি বা অপূর্ণতা নেই। তাই এটি একটি বাক্য। কোন উক্তি সার্থক না হলে তা বাক্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। ভাষা ব্যবহারে ভাষার স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘিত হলে, বাচনে ব্যাকরণগত ত্রুটি থাকলে কোন উক্তি বাক্য বলে বিবেচিত হবে না। তবে ব্যাকরণগত ত্রুটি না থাকলেও, জনসমাজে সে উক্তির সার্থকতা না থাকলে তা বাক্য বলে স্বীকৃত হবে না। বাক্যের গঠন ও সার্থকতা পরস্পর সাপেক্ষ। বাক্যের গঠন নির্ভর করে প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর। ১. শব্দের রূপ ও শব্দসমূহে পারস্পরিক সংগতি এবং ২. এই সংগতি অনুসারে পদসমূহের বিন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাক ঃ "কোনও সাহেব যদি বলে, 'রাস্তায় করে যাবার সময় গাড়ি দিয়ে যেয়ো' বুঝব সে বাঙালি নয়।"—ব্যাকরণগত নিয়ম পালিত হয়নি বলে উক্তিটি যথার্থ বাক্য হয়ে ওঠেনি।

বাক্য অনেকগুলো পদ নিয়ে গঠিত হয়। তবে পদের সংখ্যা খুব কমও হতে পারে। আবার তা বেশিও হতে পারে। বাক্যের অর্থ প্রকাশের জন্য যে সব পদের দরকার বাক্যে সেসব পদই ব্যবহৃত হয়। সেখানে বাহুল্যভাবে পদ ব্যবহারের কোনও সুযোগ নেই। পাঁচ প্রকার পদের সবগুলোই যে একই সাথে অবস্থান করবে এমনও নয়। তবে সব বাক্যেই ক্রিয়াপদ থাকতে হবে। ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্য গঠন পূর্ণ হয় না। এমন কি একটি মাত্র ক্রিয়াপদ দিয়েও বাক্য হতে পারে। যেমন ঃ পড়। এখানে 'পড়' কথাটির মাধ্যমে উক্তির অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কখনও বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে। যেমন ঃ মেয়েটি ভাল। ছেলেটি কাল। এখানে দুটি বাক্যেই 'হয়' ক্রিয়াপদ উহ্য রয়েছে।

বাক্যের গুণ ঃ সার্থক বাক্য গঠনের জন্য তিনটি গুণ থাকতে হয়। সে গুণগুলো হল ঃ

১. আকাঙ্ক্ষা, ২. যোগ্যতা, ৩. আসত্তি।

১. **আকাঙ্ক্ষা ঃ** বাক্যের অর্থ ভালভাবে বোঝার জন্য এক পদ শোনার পর অপর পদ শোনার ইচ্ছাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন ঃ বই পড়তে—বাক্যের এ পর্যন্ত উচ্চারণ করলে সম্পূর্ণ ভাব বোঝা যায় না, আরও কিছু শোনার ইচ্ছা জাগে। যখন বলা হয় ; 'বই পড়তে মজা' তখন উক্তিটির অর্থের পরিপূর্ণতা ঘটে এবং এতে মনের ভাবটি সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়। এই অবস্থায় উক্তিটিকে একটি পূর্ণ বাক্য বলে গ্রহণ করা যায়। বাক্য গঠনে যে সব শব্দ ব্যবহৃত হবে তার মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটতে হবে। তাহলেই তা বাক্য হয়ে উঠবে। 'আমি ভাত খাই'—এ উক্তিতে সবটুকু না বলে যদি 'আমি ভাত' এমন বলা যায় তাহলে অবশিষ্ট অংশ 'খাই' শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে। 'আমি ভাত খাই' বললেই আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা ঘটিয়ে শব্দগুচ্ছটি বাক্য হয়ে ওঠে।

২. **যোগ্যতা ঃ** বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলো অর্থগত ও ভাবগত দিক থেকে মিলে গেলে তাকে যোগ্যতা বলে। যেমন ঃ শীতকালে ঠাণ্ডা লাগে। এখানে উক্তিতে অর্থগত ও ভাবগত মিল ঘটেছে বলে তা বাক্য হয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয় ; শীতকালে গরম লাগে'—তাহলে উক্তিটি ভাব প্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ শীতকালে গরম লাগে না। বাক্যের ব্যবহৃত পদগুলোতে অর্থের এই যোগ্যতা থাকতে হবে। নৌকা পানিতে ভাসে—এ বাক্যে অর্থের যোগ্যতা রয়েছে। যদি বলা হয়, 'নৌকা আকাশে ভাসে'—তাহলে বাক্য তার অর্থগত বা ভাবগত যোগ্যতা হারায় এবং তা বাক্য বলে দাবি করতে পারে না। এখানে পদ ঠিকমত বিন্যস্ত হলেও অর্থগত দিক থেকে যোগ্যতা না থাকায় তা বাক্য হবে না।

৩. **আসত্তি ঃ** বাক্যর অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকে আসত্তি বলে। যেমন ঃ 'সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি'—এমন না বলে যদি বলা হয়, 'হয়ে সারাদিন আমি চলি যেন ভাল'—তাহলে পদবিন্যাস সঠিকভাবে না হওয়ায় উক্তির ভাবটি যথাযথ প্রকাশ পায়নি। পদগুলো সঠিকভাবে সাজিয়ে যদি বলা হয়, 'সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি'—তাহলে উক্তিটির অর্থ সুস্পষ্ট হয় এবং তা বাক্য বলে বিবেচিত হতে পারে। যথাস্থানে পদগুলো সাজালেই অর্থ স্পষ্ট হয়। তাই বলা যায়, উপযুক্ত পদের নৈকট্যই আসত্তি, পরস্পর মিলযুক্ত পদসমূহের সন্নিহিত অবস্থানই আসত্তি। পদের মধ্যে পারস্পরিক দীর্ঘ ব্যবধান অথবা এলোমেলো বসানোর জন্য বাক্য সঠিকভাবে গঠিত হতে পারে না।

সঠিক বাক্য গঠনকালে এসব দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বাক্যের বিশুদ্ধতা ঃ বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি বাক্যের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচ্য ঃ

১. **বাক্যে ব্যবহৃত শব্দের রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা ঃ** বাক্যের শব্দ সব সময় সমাস বা প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থে প্রয়োগ হয় না, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন ঃ

শব্দ	প্রকৃত অর্থ	প্রচলিত অর্থ
সন্দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন
হরিণ	হরণকারী	প্রাণীবিশেষ
খয়ের খাঁ	বন্ধু	খোসামুদে

২. দুর্বোধ্যতা পরিহার করতে হবে। অপরিচিত বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহারে বাক্যের অর্থ বোঝায় বাধা সৃষ্টি হয়।

৩. উপমার ভুল প্রয়োগ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন ঃ শোক সাগরে সে উড়ে বেড়ায়।—ভুল প্রয়োগ। সঠিক প্রয়োগ হবে ঃ শোক সাগরে সে নিমজ্জিত হল।

৪. বাহুল্যদোষ যেন না থাকে। যেমন ঃ সভায় সকল সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।—এখানে 'সকল সদস্য' বা 'সদস্যগণ' হবে। সকল ও গণ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে না।

৫. বাগধারা পরিবর্তন করা যাবে না। যেমন ঃ 'অকাল কুষ্মাণ্ড' না বলে 'অকাল কুমড়া' বলা যাবে না। 'ননীর পুতুলের' জায়গায় 'মোমের পুতুল' বলা চলবে না।

৬. গুরুচণ্ডালী দোষ থাকবে না। তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশী শব্দ বা হালকা শব্দের সঙ্গে ভারী শব্দ ব্যবহার অনুচিত। শবদাহ বা মড়াপোড়া না বলে শবপোড়া বা মড়াদাহ বললে এ ধরনের দোষ হয়। তবে আজকাল শব্দ ব্যবহারে এত নিয়মনিষ্ঠা দেখা যায় না।

বাক্যের গঠনগত শ্রেণীবিভাগ

গঠনের দিক থেকে বাক্যকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ ১. সরল বাক্য, ২. জটিল বাক্য এবং ৩. যৌগিক বাক্য।

১. সরল বাক্য ঃ যে বাক্যের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকে তাকে সরল বাক্য বলা হয়। যেমন ঃ রানা বই পড়ে। এই বাক্যে 'রানা' উদ্দেশ্য বা কর্তা এবং 'বই পড়ে'—একটি বিধেয় বা ক্রিয়া থাকায় তা সরল বাক্য হিসেবে রূপলাভ করেছে। তবে সরল বাক্যে উদ্দেশ্য একাধিক থাকতে পারে, কিন্তু বিধেয় একটিই থাকবে। সরল বাক্যের উদাহরণ ঃ

১। অন্ধজনে দেহ আলো।

২। জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

৩। ভাল ছেলেরা শিক্ষকের কথা মানে।

২. জটিল বা মিশ্র বাক্য ঃ যে বাক্য একটি প্রধান বাক্যের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে। যেমন ঃ যিনি পরের উপকার করেন তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে।—এখানে দুটি খণ্ড বাক্য একত্রিত হয়ে একটি বাক্যে রূপ লাভ করেছে। আরও উদাহরণ ঃ

১। আমার যে বইটি হারিয়েছিল, সে বইটি পেয়েছি।

২। আমি বেশ কষ্ট করেছি, তবে পাশ করেছি।

৩। যেহেতু তুমি মিথ্যা বলেছ, তাই তোমার পাপ হবে।

৩. যৌগিক বাক্য ঃ যখন পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন ঃ তার টাকা আছে, সেজন্য সে খুব গর্বিত। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত বাক্যগুলোর প্রতিটিই স্বাধীন বাক্য, গঠনের দিক থেকে পরস্পর সাপেক্ষতা নেই। এগুলো অব্যয়ের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত হয়ে যৌগিক বাক্য গঠন করে। তবে সংযোজক অব্যয় উহ্য থাকতে পারে। আরও উদাহরণ ঃ

১। কাব্য ম্যাজিক হতে পারে, কিন্তু সমালোচনা লজিক হতে বাধ্য।

২। রানা নিয়মিত লেখাপড়া করে, তাই সে পুরস্কার পায়।

৩। এখন থেকেই তোমার পড়া উচিত, তবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে।

বাক্যের পরিবর্তন

বাক্যের গঠন পরিবর্তন করা যায়। তাতে অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটে না। বক্তব্যকে সুন্দর করার জন্য বাক্যের পরিবর্তন কাজে লাগে। অর্থের পরিবর্তন না ঘটিয়ে সরল বাক্যকে জটিল ও যৌগিক বাক্যে বা এক শ্রেণীর বাক্যকে অন্য শ্রেণীতে পরিবর্তন করা যায়। নিচে এ ধরনের কয়েকটি বাক্যের পরিবর্তন দেখানো হল।

(১)	সরল বাক্য	ঃ	ধনীরা প্রায়ই কৃপণ হয়।
	জটিল বাক্য	ঃ	যাদের ধন আছে, তারা প্রায়ই কৃপণ হয়।
(২)	সরল বাক্য	ঃ	পরোপকারীকে সবাই শ্রদ্ধা করে।
	জটিল বাক্য	ঃ	যিনি পরের উপকার করেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে।
(৩)	সরল বাক্য	ঃ	ভিক্ষুককে দান কর।
	জটিল বাক্য	ঃ	যে ভিক্ষা করতে এসেছে তাকে দান কর।
(৪)	সরল বাক্য	ঃ	আমি বহু কষ্টে পাশ করেছি।
	জটিল বাক্য	ঃ	আমি বহু কষ্ট করেছি তবে পাশ করেছি।
(৫)	সরল বাক্য	ঃ	সত্য কথা না বলে বিপদে পড়েছি।
	জটিল বাক্য	ঃ	সত্য কথা বলিনি, তাই বিপদে পড়েছি।
(৬)	সরল বাক্য	ঃ	আমার হারানো বইটি ফিরে পেয়েছি।
	জটিল বাক্য	ঃ	আমার যে বইটি হারিয়েছিল, সেটি ফিরে পেয়েছি।
(৭)	সরল বাক্য	ঃ	মিথ্যা বলার জন্য তোমার পাপ হবে।
	জটিল বাক্য	ঃ	যেহেতু তুমি মিথ্যা বলেছ, তাই তোমার পাপ হবে।
	যৌগিক বাক্য	ঃ	তুমি মিথ্যা বলেছ, সুতরাং তোমার পাপ হবে।
(৮)	সরল বাক্য	ঃ	ভাল ছেলেরা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
	জটিল বাক্য	ঃ	যারা ভাল ছেলে, তারা শিক্ষকের আদেশ পালন করে।
(৯)	সরল বাক্য	ঃ	কোথাও পথ না পেয়ে তোমার কাছে এসেছি।
	জটিল বাক্য	ঃ	কোথাও পথ পেলাম না বলে তোমার কাছে এসেছি।
	যৌগিক বাক্য	ঃ	কোথাও পথ পেলাম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।
(১০)	জটিল বাক্য	ঃ	জগতে এমন কিছু নেই, যা অসম্ভব।
	সরল বাক্য	ঃ	জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।
(১১)	জটিল বাক্য	ঃ	যদিও তিনি বিদ্বান, তবু তাঁর অহঙ্কার নেই।
	যৌগিক বাক্য	ঃ	তিনি বিদ্বান বটে, কিন্তু তাঁর অহঙ্কার নেই।
	সরল বাক্য	ঃ	বিদ্বান হলেও তাঁর অহঙ্কার নেই।
(১২)	যৌগিক বাক্য	ঃ	তিনি খুবই দরিদ্র, কিন্তু তাঁর হৃদয় মহান।
	জটিল বাক্য	ঃ	যদিও তিনি খুব দরিদ্র, তবু তাঁর হৃদয় মহান।

(১৩) জটিল বাক্য ঃ যখন বিপদ আসে, তখন দুঃখও আসে।
যৌগিক বাক্য ঃ বিপদ ও দুঃখ এক সময়ে আসে।

(১৪) জটিল বাক্য ঃ খোকা নিয়মিত পড়াশুনা করে বলে পুরস্কার পায়।
যৌগিক বাক্য ঃ খোকা নিয়মিত পড়াশুনা করে, তাই সে পুবস্কার পায়।
সরল বাক্য ঃ নিয়মিত পড়াশুনার জন্য খোকা পুরস্কার পায়।

(১৫) যৌগিক বাক্য ঃ নদীর জল চল্ চল্ চলছে, তার বিরাম নেই।
সরল বাক্য ঃ নদীর জল অবিরাম চল্ চল্ চলছে।

(১৬) যৌগিক বাক্য ঃ আগে কি হয়েছে, তা সে দেখেনি, তখন পৌছেনি।
জটিল বাক্য ঃ আগে পৌছেনি বলে,তখন কি হয়েছিল তা সে দেখেনি।

(১৭) জটিল বাক্য ঃ তোমার নাম কি বল ?
সরল বাক্য ঃ তোমার নাম বল।

(১৮) জটিল বাক্য ঃ যে বালক মিথ্যা বলে তাকে কেউ ভালবাসে না।
সরল বাক্য ঃ মিথ্যাবাদী বালককে কেউ ভালবাসে না।

(১৯) যৌগিক বাক্য ঃ দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমার কোন শাস্তি হবে না।
জটিল বাক্য ঃ যদি দোষ স্বীকার কর, তাহলে তোমার কোন শাস্তি হবে না।

(২০) যৌগিক বাক্য ঃ তার টাকা আছে, সেজন্য সে অত্যন্ত গর্বিত।
জটিল বাক্য ঃ তার টাকা আছে বলে সে গর্বিত।

অনুশীলনী

১। বিশুদ্ধ বাক্য গঠনে শব্দার্থ ব্যতীত বাক্যের যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি বলতে কি বোঝায় ? বাক্য গঠনে এদের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু আলোচনা কর।

২। বাক্য বলতে কি বোঝ ? একটি সার্থক বাক্য গঠনের কি কি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক তা বুঝিয়ে বল।

৩। গঠনের দিক থেকে বাক্য কয় প্রকার ও কি কি ?

৪। সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য কাকে বলে ? উদাহরণসহযোগে আলোচনা কর।

৫। সরল ও জটিল বাক্যের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৬। জটিল ও যৌগিক বাক্যের গঠনগত কি পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা কর।